উজ্জীবক বার্তা

বর্ষ- ১৬ ❖ সংখ্যা- ৭২ ❖ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮

THE HUNGER PROJECT

সম্পাদক
ড. বদিউল আলম মজুমদার

নির্বাহী সম্পাদক
নেসার আমিন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ

প্রকাশকাল
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

ডিজাইন ও মুদ্রণ
ইনোসেন্ট ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
১৪৭/১, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশক
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
হেরাল্ডিক হাইট্স, ২/২, ব্লক-এ
মোহাম্মদপুর, মিরপুর রোড
ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৩ ০৪৭৯, ৯১২ ২০৮৬
ফ্যাক্স: ৯১৪ ৬১৯৫
ওয়েব: www.thpbd.org
ফেসবুক: facebook.com/THPBangladesh

‘দি হাঙ্গার প্রজেক্ট’-এর সহযোগিতায়

নাগরিক চেতনাবোধে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে জাতীয় নির্বাচনী অলিম্পিয়াড

নাগরিক চেতনাবোধে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ‘জাতীয় নির্বাচনী অলিম্পিয়াড’। ১০ নভেম্বর ২০১৮, ‘সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক’-এর উদ্যোগে এবং ‘দি হাঙ্গার প্রজেক্ট’-এর সহযোগিতায় সিরডাপ ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টার, তোপখানা রোড, ঢাকায় অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুজন সভাপতি ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এম হাফিজউদ্দিন খান। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এটিএম শামসুল হুদা, স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমেদ, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ও সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও সুজন-এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার।

চিত্র: কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ

উল্লেখ্য, জাতীয় নির্বাচনী অলিম্পিয়াড আয়োজনের আগে সারাদেশের ৩০টি নির্বাচনী আসনে ২৯৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনী অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনী অলিম্পিয়াডগুলোতে প্রায় নয় হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত, স্থানীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী অলিম্পিয়াডে বিজয়ী প্রথম তিনজনকে নিয়ে (মোট ৭৩) আয়োজন করা হয় জাতীয় নির্বাচনী অলিম্পিয়াড।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে সকাল ৯.০০টায় অনুষ্ঠিত হয় গণতন্ত্র, নির্বাচন ও সুশাসন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় পর্বে সকাল ১০.৩০টায় অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। এই পর্বে নির্বাচনী অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও সুজন-এর নেতৃবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের শেষভাগে ‘জাতীয় নির্বাচনী অলিম্পিয়াডে’ বিজয়ী দশজনের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়।

পার্লামেন্টারিয়ান ককাস অন চাইল্ড রাইটস-এর নিকট

প্রস্তাবিত ‘যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১৮’ হস্তান্তর

যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও যৌন হয়রানি থেকে নারীদের সুরক্ষা দেয়ার জন্য আমাদের দেশে এই সংক্রান্ত একটি পাশ হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার মো. ফজলে রাব্বী মিয়া। তিনি পার্লামেন্টারিয়ান ককাস অন চাইল্ড রাইটস এবং জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর উদ্যোগে প্রস্তাবিত ‘যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১৮’ হস্তান্তর সম্পর্কিত এক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উক্ত মন্তব্য করেন।

সভাটি ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮, জাতীয় সংসদ ভবনের মিনিস্টার হোস্টেল সংলগ্ন আইপিডি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মীর শওকাত আলী বাদশা এমপি, মাননীয় সভাপতি, পার্লামেন্টারিয়ান ককাস অন চাইল্ড রাইটস, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ। সভায় মাননীয় সংসদ সদস্যদের মধ্যে নাজমুল হক প্রধান, মনোরঞ্জন শীল গোপাল, জেবুন্নেসা হীরণ, মো. আবুল কালাম, পঞ্চানন বিশ্বাস, মো. ইয়াসিন আলী, কাজী রোজী, অ্যাডভোকেট উম্মে কুলসুম, কামরুন্নাহার চৌধুরী, অ্যাডভোকেট নাভানা আক্তার, উম্মে রাজিয়া কাজল এবং অ্যাডভোকেট হোসনে আরা।

সভাটি সঞ্চালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ও জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর সভাপতি ড. বদিউল আলম মজুমদার। এছাড়া সভায় চারজন সিনিয়র জজ এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভাটি গার্লস অ্যাডভোকেসি অ্যালায়েন্স এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর সহায়তায় অনুষ্ঠিত হয়।

মো. ফজলে রাব্বী মিয়া এমপি বলেন, ‘যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও যৌন হয়রানি থেকে নারীদের সুরক্ষা দেয়ার জন্য আমাদের দেশে এই সংক্রান্ত একটি পাশ হওয়া উচিত। সরকারিভাবে না হলেও বেসরকারিভাবে যে কোনো সংসদ সদস্য আইনটি সংসদে উত্থাপন করতে পারেন।’

সভার শুরুতে প্রস্তাবিত ‘যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ২০১৮’ প্রণয়নের প্রেক্ষাপট, এই আইন প্রণয়নে অন্য আর কোন কোন আইন বিবেচনায় নেয়া হয়েছে, প্রস্তাবিত আইনে কী আছে এবং এই আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উপ-পরিচালক (কর্মসূচি) ও জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর সম্পাদক নাছিমা আক্তার জলি।

অনুষ্ঠানের শেষভাগে প্রস্তাবিত ‘যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১৮’-এর একটি কপি ডেপুটি স্পিকার মো. ফজলে রাব্বী মিয়া এবং মীর শওকাত আলী বাদশা এমপির হাতে তুলে দেন জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের সভাপতি ড. বদিউল আলম মজুমদার এবং ফোরামের সম্পাদক নাছিমা আক্তার জলি।

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৮ উদ্‌যাপন

আলোকিত দেশ গড়ার জন্য কন্যাশিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বান

‘থাকলে কন্যা সুরক্ষিত, দেশ হবে আলোকিত’– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সারাদেশে উদ্‌যাপিত হয় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৮। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম গ্রহণ করে নানামুখী কর্মসূচি। কর্মসূচির মধ্যে ছিল র‍্যালি ও আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী, পোস্টার ও ‘কন্যাশিশু-১৪’ প্রকাশ ইত্যাদি।

১০ অক্টোবর ২০১৮, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ও জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-সহ বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে সকাল ০৮:৩০টায় টিএসসি মোড়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী পর্যন্ত র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালির উদ্বোধন করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি। র‍্যালির পর সকাল ১০:৩০টায় শিশু একাডেমী মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাজী রোজী এমপি, বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর পরিচালক আনজীর লিটন এবং বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী কাজী কৃষ্ণকলি ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর সহ-সভাপতি শাহীন আক্তার ডলি। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অপরাজেয় বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক ওয়াহিদা বানু। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ও জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর সভাপতি ড. বদিউল আলম মজুমদার।

র‍্যালি পূর্ব সমাবেশে মেহের আফরোজ চুমকি এমপি বলেন, 'বর্তমান সরকার দেশের সকল শিশু বিশেষ করে কন্যাশিশুদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। কারণ আমরা মনে করি, কন্যাশিশুরা সুরক্ষা ও অধিকার পেলে তারা শিক্ষিত, যোগ্য ও উপার্জন হয়ে গড়ে উঠতে পারবে। এর মাধ্যমে জাতি হিসেবে আমরা এগিয়ে যাবো।'

ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় আমি বলতে চাই, কন্যা তুমি তুচ্ছ নও, নও তুমি ক্ষুদ্র, যদি তুমি জেগে উঠো, তবে তুমি বিশ্বজয় করতে পারবে। এজন্য কোনো কিছু অর্জন করতে হলে তার জন্য প্রত্যাশা ও স্বপ্ন থাকতে হবে এবং স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগী হতে হবে।'

আলোচনা সভার বিশেষ পর্বে দেশের ২৮ জন খ্যাতনামা লেখকের প্রবন্ধ নিয়ে 'কন্যাশিশু-১৪' নামক একটি প্রকাশনা ও জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত পোস্টারের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এছাড়া চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে

'Freedom of Expression in Our Constitutional Framework' শীর্ষক জাতীয় সম্মেলন

মানবাধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কে ভবিষ্যতে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অ্যাডভোকেসি করার লক্ষ্যে 'Freedom of Expression in Our Constitutional Framework' শীর্ষক জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৫ নভেম্বর ২০১৮, রাজধানী ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে উক্ত সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে দশটি উপজেলা থেকে হিউম্যান রাইটস চ্যাম্পিয়ন, গণমাধ্যম কর্মী, গবেষক, মানবাধিকার কর্মী, ধর্মীয় নেতা এবং নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ড. হামিদা হোসেন, বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ-এর সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রানা দাশ গুপ্ত, সংস্কৃতিকর্মী ও কলাম লেখক সঞ্জীব দ্রং, ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া এবং নেদারল্যান্ড দূতাবাসের পলিটিক্যাল অ্যাডভাইজর নাদিম ফরহাদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার দিলীপ কুমার সরকার এবং সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার শামীমা মুক্তা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রোগ্রাম অফিসার সুখময় পাল 'Empowering Citizens in Promoting the Right to Freedom of Expression' শীর্ষক প্রকল্পের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন। এরপর বিভিন্ন উপজেলা থেকে আগত হিউম্যান রাইটস চ্যাম্পিয়নরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় মানবাধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন এবং ভবিষ্যত করণীয় তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের শেষভাগে আমন্ত্রিত অতিথিগণ তাঁদের বক্তব্য ও মতামত উপস্থাপন করেন।

প্রসঙ্গত, নেদারল্যান্ড দূতাবাসের সহায়তায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সময়কালে 'Empowering Citizens in Promoting the Right to Freedom of Expression' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পটি দশটি জেলার দশটি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়। মূলত উক্ত প্রকল্পের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যেই উক্ত জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর অঞ্চলভিত্তিক প্রতিবেদন ও সফলতার গল্প

ঝিনাইদহ অঞ্চল

নিজের ভাগ্য নিজেই বদলে দিয়েছেন উজ্জীবক মিনারুল ইসলাম

মো. ইকবাল হোসেন

❑ নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে তুলেছেন মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের উজ্জীবক মো. মিনারুল ইসলাম। বেশ কয়েক বছর সেনাবাহিনীতে চাকরি করার পর বাড়ি ফিরে আসেন। বাড়ি ফিরে নিঃসঙ্গতা অনুভব করেন। কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। এমন সময় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-এ ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মো. জুয়েল রানার আমন্ত্রণে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (১০৩৭তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি তাকে নতুন করে উদ্দীপ্ত করে তোলে। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান তিনি বাস্তবিক জীবনে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন। তিনি অনুভব করেন, অবসরপ্রাপ্ত হিসেবে বসে থাকলে সংসার চলবে না। তাই তিনি একটি উপার্জনমূলক কাজের সাথে যুক্ত হওয়ার উপায় খুঁজতে থাকেন। এমতাবস্থায় তিনি তেঁতুলবাড়িয়া বাজারে একটি মুদি দোকান দেন। ক্রেতাদের সাথে ভালো ব্যবহারের কারণে খুব দ্রুত তিনি ব্যবসায় উন্নতি লাভ করেন। বর্তমানে নিজ দোকান থেকে মিনারুল ইসলাম ভালোই অর্থ উপার্জন করেন। ইচ্ছাশক্তি থাকলে চাকরি জীবন শেষেও যে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করা যায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন উজ্জীবক মো. মিনারুল ইসলাম। একজন উজ্জীবক হিসেবে সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের সাথেও যুক্ত রয়েছেন তিনি।

সফলতার গল্প

বদলে গেছে নারীনেত্রী মাহাফুজা খাতুনের ভাগ্যের চাকা

মো. আহসান হাবীব

❑ হাড়াভাঙ্গা গ্রামের কৃষক পরিবারের সন্তান মোছা. মাহাফুজা খাতুন। এসএসসি পাস করার পর পর মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামুন্দি ইউনিয়নের বালিয়াঘাট গ্রামের মতিয়ার রহমানের সাথে বিয়ে দেয়া হয় তাকে। স্বামীর সংসারে অভাব-অনটনের মধ্যেই দিন কাটতে থাকে তার। দিশেহারা মাহাফুজা সংসারের আয় বাড়ানোর জন্য কিছু একটা করার চিন্তা করতে থাকেন। এমতাবস্থায় স্থানীয় এক ইউপি সদস্যের পরামর্শে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহায়তায় আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (১০৭তম ব্যাচ) অংশ নেন। একরাশ উদ্দীপনা নিয়ে তিনি প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে আসেন এবং দর্জি বিজ্ঞান বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণে অংশ নেন। এরপরই বদলে যায় মাহাফুজার ভাগ্যের চাকা। বর্তমানে তিনি কাপড় সেলাইয়ের কাজ করে প্রতিমাসে গড়ে আট হাজার টাকা আয় করেন। তিনি এখন সকলের কাছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রশিক্ষক হিসেবে পরিচিত। এছাড়া তিনি আরআরএফ ও যুব উন্নয়নের প্রশিক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। নারীনেত্রী মোছা. মাহাফুজা খাতুন এখনও পর্যন্ত চারশতেরও অধিক নারীকে কাপড় সেলাইয়ের কাজ শিখিয়েছেন, যাদের মধ্যে প্রায় দুইশত নারী এখন স্বনির্ভর।

কুমিল্লা অঞ্চল

সফলতার গল্প

বাল্যবিবাহমুক্ত ওয়ার্ড গঠনের স্বপ্ন দেখেন নারীনেত্রী জাহেদা আক্তার

বাল্যবিবাহমুক্ত ওয়ার্ড গঠনের স্বপ্ন দেখেন নারীনেত্রী জাহেদা আক্তার। তিনি কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার ঝলম উত্তর ইউনিয়নের বাসিন্দা। জাহেদা দি হাঙ্গার প্রজেক্টে-এর সহযোগিতায় 'নারী নেতৃত্ব বিষয়ক' বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে তিনি সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান এবং জেন্ডার বৈষম্য ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করেন। এর মধ্য দিয়ে জাহেদার মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতার বোধ তৈরি হয়।

তিনি লক্ষ করেন যে, বাল্যবিবাহ হলো নারী ও কন্যাশিশুদের এগিয়ে যাওয়ার পথে প্রধান বাধা। এ বোধ থেকেই বর্তমানে তিনি তার চারপাশের নারী, কন্যাশিশু ও অভিভাবকদের বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সক্রিয় রয়েছেন। তিনি মূলত উঠান বৈঠকের মধ্য দিয়ে হাঁড়িয়া হোসেনপুর, দৈয়ারা ও বড়কেশতলা এসব গ্রামের নারী-পুরুষদেরকে বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন ও ইভটিজিং ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করে তুলছেন। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে হাঁড়িয়া হোসেনপুর গ্রামের নারী-পুরুষদের নিয়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে একটি উঠান বৈঠক পরিচালনা করেন। উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের পরিবারে বাল্যবিবাহকে স্থান না দেয়া এবং এলাকায় বাল্যবিবাহ বন্ধে ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার করেন।

সমাজ সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার প্রথমদিকে জাহেদাকে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হতো। কিন্তু বর্তমানে তার সাথে একদল প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাব্রতী থাকায় তাকে সে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় না। নারীনেত্রী জাহেদা আক্তার-এর স্বপ্ন সবাইকে সাথে নিয়ে ঝলম উত্তর ইউনিয়নের ৭, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ডকে বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা।

সফলতার গল্প

রওশন আরা এখন স্বাবলম্বী

গ্রামীণ সহজ-সরল এক নারীর নাম রওশন আরা। স্বামী ও দুই সন্তান নিয়ে রওশন আরার সংসারে সুখের কোনো কমতি ছিল না। কিন্তু বিধি বাম; বৈদ্যুতিক এক দুর্ঘটনায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী স্বামীর মৃত্যুতে তাঁর সবকিছু যেন নিশ্চল হয়ে যায়। ভীষণ অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে যান তিনি। এই অবস্থায় ২০১৬ সালের মে মাসে রওশন আরা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় মাসব্যাপী এক সেলাই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। সাফল্যের সাথে তিনি উক্ত প্রশিক্ষণটি শেষ করেন। প্রশিক্ষণের পর তিনি নিজের সামান্য সঞ্চয় ও আত্মীয়দের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে একটি সেলাই মেশিন ক্রয়

করেন। নিজ বাড়িতেই শুরু করেন পোশাক তৈরির কাজ। প্রথম প্রথম শুধু নিজ পাড়ার শিশু ও নারীরা তার কাছে কাপড় সেলাইয়ের অর্ডার নিয়ে আসতো। কিন্তু কাজের প্রতি একাগ্রতার কারণে রওশন আরা দ্রুতই পোশাক তৈরির একজন দক্ষ কারিগরে পরিণত হন। কাজের মান ভালো হওয়ায় ক্রেতাদের সন্তুষ্টির কারণে তিনি উল্লেখযোগ্য পরিমাণের অর্ডার পেতে থাকেন। কাপড় সেলাই করে রওশন আরা এখন আত্মনির্ভরশীল। তিনি স্বচ্ছলতার সাথেই সংসারের ও দুই সন্তানের লেখা-পড়ার খরচ যোগান দিচ্ছেন। নারী হওয়া সত্ত্বেও পুরুষশাসিত সমাজে সফলভাবে টিকে থাকার এক উদাহরণ স্থাপন করেছেন কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার উত্তরদা ইউনিয়নের আতাকরা গ্রামের বাসিন্দা রওশন আরা।

রংপুর অঞ্চল

গংগাচড়া উপজেলায়

সামাজিক সম্প্রীতি বিষয়ক মতবিনিময় সভা

০৬ ডিসেম্বর ২০১৮, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলায় গংগাচড়া ইউনিয়নে সামাজিক সম্প্রীতি বিষয়ক এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন গংগাচড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আল সুমন আব্দুল্লাহ, রাজনীতিবিদ আবুল কালাম আজাদ, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী রাজেশ দে এবং নারীনেত্রী নিলুফা বেগম। এছাড়া স্থানীয় মসজিদের ঈমাম, কাজী (বিবাহ নিবন্ধনকারী), পুরোহিত, কাঠ ব্যবসায়ী, মুচি, কামার এবং হরিজন সম্প্রদায়ের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

সভায় মুচি মহেন্দ্র বলেন, 'মুচি পরিচয়ের কারণে আমাদের হোটেল-রেঁস্তোরায় ঢুকতে দেয়া হয় না। আর বসতে দেয়া হলেও আমাদের পাশে বসে কেউ খেতে চায় না। শুধুমাত্র আমাদের পেশাগত পরিচয়ের কারণে আমাদের সাথে এই বৈষম্য করা হয়।'

হোটেল শ্রমিক সাগর মিয়া বলেন, 'আমাদেরকে সব সময়ই অত্যন্ত নগণ্য গণ্য করা হয়। সবসময় তাচ্ছিল্য করা হয়। আমাদের সাথে এমন ব্যবহার করা হয় যেন আমরা চাকর।'

নারীনেত্রী নিলুফা বেগম বলেন, 'আমরা নারী বলে সমাজে আমাদের কথাকে মূল্যায়ন করা হয় না।'

অন্যান্য শ্রেণি-পেশার মানুষেরাও তাদের প্রতি কী আচরণ করা হয় তার বিবরণ তুলে ধরেন।

এ প্রসঙ্গে ইউপি চেয়ারম্যান আল সুমন আব্দুল্লাহ বলেন, 'আমাদের প্রচলিত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। মানুষকে তার পেশা ও বর্ণগত অবস্থান থেকে নয়, বরং মানুষ হিসেবেই তার সাথে আচরণ করতে হবে। আসুন, আমরা কারো পেশা বা কারও যোগ্যতাকে ছোট করে দেখবো না। এটি করা সম্ভব হলেই একটি বৈষম্যহীন ও সম্প্রীতির সমাজ গড়ে ওঠবে।'

এছাড়া ০৯ ডিসেম্বর ২০১৮, গংগাচড়া উপজেলার লক্ষীটারী ইউনিয়ন পরিষদের সভাকক্ষেও সামাজিক সম্প্রীতি বিষয়ক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় লক্ষীটারী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল হাদী-সহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

সফলতার গল্প

গরু পালন করে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল রনজিনা বেগম

লুৎফর রহমান

'একতাই শক্তি, সংগঠনেই মুক্তি'– কথাটিকে আরেকবার প্রমাণ করলেন মোছা. রনজিনা বেগম। তিনি এও প্রমাণ করলেন যে, নারীরাও পারে মেধা, অধ্যবসায় আর শ্রমের মাধ্যমে জীবন সফলতা নিয়ে আসতে।

দুই সন্তান আর স্বামী-স্ত্রী–এই চারজনের সংসার। অভাব-অনটনের কারণে সন্তানদের মুখে দু বেলা ডাল-ভাত তুলে দিতে পারতেন না রনজিনা বেগম। ২০১৭ সালে তিনি 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' আয়োজিত দুই দিনব্যাপী 'গরু মোটা-তাজাকরণ' বিষয়ক এক প্রশিক্ষণে (৯৫২তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর রনজিনা বেগম স্থানীয় 'সূর্যের হাসি গণগবেষণা সমিতি' থেকে ঋণ নিয়ে ৪৫ হাজার টাকা দিয়ে দুটি গরু ক্রয় করেন। তিনি নিজে গরুগুলোর দেখাশুনা ও লালন-পালন করা শুরু করেন। রনজিনা বেগম গরু দুটি এক লাখ টাকার বেশি দামে বিক্রি করেন। তিনি জানান, প্রথমে তিনি সংশয়ে ছিলেন যে, গরু পালন করে তিনি লাভবান হবেন কি-না? রনজিনা বেগম গরু কেনা, লালন-পালন করা ও বিক্রি করার প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিকভাবে চলমান রেখেছেন এবং এই কাজ করে তিনি এখন অনেকটাই স্বাবলম্বী।

সফলতার গল্প

ভার্মি কম্পোস্ট সার তৈরি করে স্বাবলম্বী উজ্জীবক আব্দুল জলিল

ঝিনাইদহ থেকে ভার্মি কম্পোস্ট (কেঁচো সার) তৈরির প্রশিক্ষণ নেন উজ্জীবক ও গণগবেষক আব্দুল জলিল। প্রশিক্ষণটি নেয়ার আগে তিনি বিনা বেতনে স্থানীয় একটি এবতেদায়ী মাদরাসায় শিক্ষকতা করতেন। দীর্ঘদিন চাকরি করার পর তিনি অন্য কিছু করার চিন্তা শুরু করেন। এই চিন্তা থেকেই আব্দুল জলিল দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় আয়োজিত অর্গানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার পদ্ধতি বিষয়ক এক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে এসে তিনি তার স্ত্রীর সহযোগিতা নিয়ে নিজ বাড়িতে ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন শুরু করেন। প্রথমে তিনি তার উৎপাদিত সার নিজ জমিতে ব্যবহার করেন। একপর্যায়ে সারের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তিনি গংগাচড়া উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করেন। যোগাযোগের প্রেক্ষিতে তার উৎপাদিত ভার্মি কম্পোস্ট কৃষি কার্যালয় ক্রয় করে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করে। আব্দুল জলিল বর্তমানে প্রতিমাসে প্রায় ১০০-১৩০ কেজি সার বিক্রি করেন এবং গড়ে তিন হাজার টাকা উপার্জন করেন। রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলার কোলকোন্দ ইউনিয়নের বাসিন্দা আব্দুল জলিল ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন।

চট্টগ্রাম অঞ্চল

স্বেচ্ছাব্রতীদের প্রচেষ্টায়

ডেঙ্গু রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণে প্রশাসনের নির্দেশ

সম্প্রতি চকরিয়া উপজেলায় ডেঙ্গু রোগ মহামারি আকার ধারণ করে। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরাজ করে আতঙ্ক। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে (২০১৮) ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয় পাঁচ শতাধিক মানুষ। এরমধ্যে ১৮ জনের মারা যাওয়ার সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

এমন প্রেক্ষাপটে ০৪ নভেম্বর ২০১৮ চকরিয়ায় ডেঙ্গু সমস্যার প্রতিকার চেয়ে চকরিয়া উপজেলার সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক, ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার, মানবাধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ক পিস প্রেসার গ্রুপের সদস্যরা মিলে র‍্যালি, পোস্টারিং এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবার স্মারকলিপি প্রদান করেন।

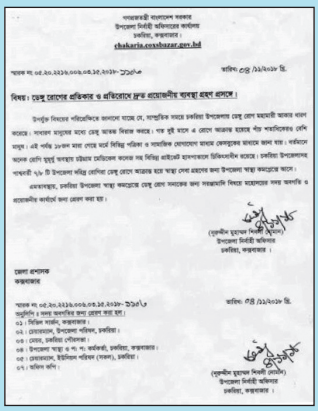

স্মারকলিপি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুজন সভাপতি চকরিয়া উপজেলা অ্যাডভোকেট লুৎফুল কবির, চকরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ আকম গিয়াস উদ্দীন, অধ্যাপক পদ্মালোচন বড়ুয়া, অধ্যাপক জোবাইদুল হক, নারীনেত্রী সাহানা বেগম, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর এলাকা সমন্বয়কারী মাঈনুল ইসলাম, সাংবাদিক আবদুল করিম বিটু, অ্যাডভোকেট মিফতাহ, ইয়াসির আরাফাত এবং নারীনেত্রী জান্নাতুল বকেয়া রেখা প্রমুখ।

স্মারকলিপি প্রদানের আগে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আয়োজনে চকরিয়া নিউ মার্কেট থেকে একটি র‍্যালি শুরু হয়ে উপজেলা মিলনায়তনে এসে শেষ হয়। সভায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নুরুউদ্দীন মো. শিবলী নোমান ডেঙ্গু সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্তের কথা জানান। উক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে ০৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে সংশ্লিষ্ট সকলকে (জেলা সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ) চিঠি প্রদান করে ডেঙ্গু রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়।

খুলনা অঞ্চল

‘আলোকবর্তিকা’র মাধ্যমে আলো ছড়াচ্ছেন উজ্জীবক মিজান রহমান

মনিরুজ্জামান ❑ ‘আলোকবর্তিকা’ নামক সামাজিক সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন বাগেরহাট সদর উপজেলা উজ্জীবক ও ইয়ুথ লিডার কাজী মিজানুর রহমান। যাত্রাপুর ইউনিয়নের আফরা গ্রামের এই বাসিন্দা সরকারি পি.সি. কলেজ বাগেরহাট থেকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে অনার্স শেষ করে বর্তমানে মাস্টার্সে অধ্যয়ন করছেন।

২০১৪ সালে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (১৫৫১তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি তার চিন্তা-চেতনাকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করে এবং তাকে নতুন করে উদ্দীপ্ত করে তোলে। বিশেষ করে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর জন্য কিছু করার জোর তাগিদ অনুভব করেন তিনি। সেই থেকে পথচলা।

বন্ধু-বান্ধবদের সাথে নিয়ে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা দিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন অমুনাফাভোগী সামাজিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ‘আলোকবর্তিকা’। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য সংখ্যা ১০৫ জন। প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোগে বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও নারী নির্যাতন বন্ধে এবং মাদকের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান পরিচালনা করা হয়, যার নেতৃত্বে রয়েছেন মিজানুর রহমান। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোগের সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ, রক্তদান ও রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, বিভিন্ন দিবস পালন, গ্রন্থাগার স্থাপন, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব পরিচালনা, স্থানীয় ইউপিতে অভিযোগ বক্স স্থাপন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বিতর্ক ও কুইজ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। সমাজ উন্নয়নমূলক এসব কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ‘আলোকবর্তিকা’ ২০১৭ সালে ‘জয় বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড’ অর্জন করে। এছাড়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত তথ্যমেলা-২০১৭ তে বাগেরহাট জেলায় প্রথম স্থান এবং কৃষি প্রযুক্তি মেলা-২০১৭ তে তৃতীয় স্থান লাভ করে প্রতিষ্ঠানটি।

ইতিমধ্যে মিজানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আলোকবর্তিকার ৪২ জন সদস্যকে ব্রিটিশ কাউন্সিলের অ্যাকটিভ সিটিজেনশিপ প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয়েছে। মিজান নিজেও উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। ব্রিটিশ কাউন্সিলের আয়োজনে অ্যাচিভার্স সামিট-২০১৮ তে আলোকবর্তিকার ‘ব্লাড ডোনেশন হেলদি লাইফ’ প্রকল্পটি খুলনা বিভাগের ১৭টি প্রকল্পের মধ্যে বেস্ট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে। সামিটে মিজানুর রহমান নিজেই প্রকল্পটি উপস্থাপন করেন। মিজানুর রহমান ২০১৭ সালে বাগেরহাট জেলা ইয়ুথ ইউনিটের সমন্বয়কারী হিসেবে নির্বাচিত হন।

মিজানুর রহমান ও তার প্রতিষ্ঠান আলোকবর্তিকার ভবিষ্যত পরিকল্পনা হলো বাগেরহাট সদর উপজেলার সকল মানুষকে রক্ত দান নেটওয়ার্ক-এর আওতায় নিয়ে আসা, শিশু-কিশোরদের মাঝে দেশপ্রেম বৃদ্ধি ও সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার জন্য সদর উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা এবং যাত্রাপুর ইউনিয়নকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা করতে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শেখ মতিনের সাথে যুক্ত হয়ে একযোগে কাজ করা।

লেখাপড়ার পাশাপাশি মুরগি চাষ করে দারুণ সফলতা পেয়েছেন মিজানুর রহমান। উজ্জীবক ও ইয়ুথ লিডার মিজানুর রহমান মনে করেন, কোনো কাজই ছোট নয়। তিনি আরও মনে করেন, সবাই যদি নিজ নিজ অবস্থান থেকে সমাজের কল্যাণে এগিয়ে আসে, তাহলেই সমাজের পরিবর্তন সম্ভব।

সফলতার গল্প

ইয়ুথ লিডার দিপা বিশ্বাস এখন সাবলম্বী

সাধন দাশ ❑ ‘আত্মবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে আমি দরিদ্রতাকে জয় করতে চাই। চাই নিজ কষ্টে উপার্জিত অর্থে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে। চাই আমার

মতো হতদরিদ্র কন্যাশিশুদের পাশে দাঁড়াতে। চাই বাবা-মাকে সাহায্য করতে'। উপরোক্ত কথাগুলো বাস্তবে প্রমাণ করে চলেছেন ইয়ুথ লিডার দিপা বিশ্বাস।

দিপার জন্ম বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার শুভদিয়া ইউনিয়নের ঘনশ্যামপুর গ্রামে। পিতা জ্ঞানেন বিশ্বাসের কোনো জায়গা-জমি না থাকায় অন্যের বাড়িতে কাজ করে যা রোজগার কনে তা দিয়েই চলে পাঁচ সদস্যের সংসার। তাই অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে দিন কাটতো দিপার। দিপা ২০১৪ সালে শুভদিয়া ইউনিয়নে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে আয়োজিত অ্যাকটিভ সিটিজেন ইয়ুথ লিডারশিপ প্রশিক্ষণে (৬৮৯তম ব্যাচ) অংশ নেন। এরপর ২০১৫ সালে শুভদিয়া ইউনিয়নে গবাদি পশু পালনের ওপর এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট। সেখানেও অংশগ্রহণ করেন দিপা। এই প্রশিক্ষণটি নিজের কর্মপ্রচেষ্টাকে কাজে লাগিয়ে সাবলম্বী হতে তাকে অনুপ্রেরণা যোগায়। প্রশিক্ষণের পর দিপা লক্ষ করেন যে, তাদের বাড়ির পাশে গোদার বিল, যেখানে প্রচুর ঘাস পাওয়া যায়। তখন ছাগল পালন করার চিন্তা মাথায় আসে তার। দিপার কাছে থাকা ৫০০ টাকা এবং অন্যের কাছ থেকে ৭৫০ টাকা ধার নিয়ে তিনি প্রথমে একটি ছাগলের বাচ্চা ক্রয় করেন। আস্তে আস্তে তার ছাগলটি বড় হতে শুরু করে। বর্তমানে দিপার আটটি ছাগল রয়েছে এবং প্রতি বছর তিনি প্রায় ২৫-৩০ হাজার টাকার ছাগল বিক্রয় করেন। এর মাধ্যমে তিনি নিজের লেখাপড়া চালিয়ে নিতে পারছেন এবং পরিবারেও অবদান রাখতে পারছেন। দিপা বর্তমানে স্নাতক (সম্মান) দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী।

শুধু নিজের আত্মোন্নয়নের মধ্যেই থেমে থাকেননি দিপা। তিনি ঘনশ্যামপুর গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) একজন সক্রিয় সদস্য এবং ঘনশ্যামপুর পূর্বপাড়া নারী উন্নয়ন সমিতির কোষাধ্যক্ষ। গ্রাম উন্নয়ন টিমের সক্রিয় সদস্য হিসেবে গ্রামের বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনায় থাকা অগ্রাধিকারগুলো বাস্তবায়নে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

সিলেট অঞ্চল

সফলতার গল্প

শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছেন নারীনেত্রী লুৎফা

আব্দুল জলিল ❑ একজন মানুষ যখন শিক্ষিত ও সচেতন হয়ে ওঠে, তখন তিনি অন্যদের মাঝেও শিক্ষার আলো ছড়াতে চান এবং সচেতন করে তুলতে চান আশপাশের মানুষদের। এমনই একজন সচেতন নারী লুৎফা আক্তার। লুৎফা হবিগঞ্জ সরকারি কলেজের স্নাতক (সম্মান) চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী। তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রশিক্ষণটি তাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে এবং তার মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতার বোধ তৈরি করে। বর্তমানে তিনি একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার পাশাপাশি নিজ বাড়িতে পাড়ার দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে লেখাপড়া করান। নারীনেত্রী লুৎফা আক্তারের ভবিষ্যত পরিকল্পনা হলো একটি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলা, যেখানে দরিদ্র শিক্ষার্থীরা বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুযোগ পাবে।

রাজশাহী অঞ্চল

অহিংস পবা তৈরির স্বপ্ন দেখেন শেখ মো. মকবুল হোসেন

উপজেলা চত্বরে ঢোকার পর একটি কক্ষের সামনে প্রচুর ভিড়। একজনকে প্রশ্ন করতেই তিনি জানালেন, এটা পৌরসভার মেয়র সাহেবের কক্ষ। কেউ প্রত্যয়নপত্র নেয়ার জন্য, কেউ বিচার-শালিসের জন্য, কেউ কেউ এসেছেন তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যার কথা বলার জন্য। কিছুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করার পর সাক্ষাৎ পেলাম রাজশাহী জেলার পবা পৌরসভার মেয়র শেখ মো. মকবুল হোসেন-এর। কুশল বিনিময়ের পর শুরু হয় কথোপকথন।

২০১৭ সালে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে বগুড়ার আরডিএ-তে আয়োজিত 'সহিংসতার বিরুদ্ধে জনগণ' শীর্ষক তিনদিনের এক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক এবং নারীনেত্রীগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ একটি শান্তিপূর্ণ পবা তৈরির অঙ্গীকার করেন। শেখ মকবুল হোসেনের ভাষায় এটি ছিলো একটি অনন্য ব্যাপার।

প্রশিক্ষণের পর একটি সভার মাধ্যমে তিনজন পিস অ্যাম্বাসেডর নির্বাচিত করা হয়, যারা এলাকায় রাজনৈতিক সহিংসতা রোধ এবং শান্তি-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবেন। শেখ মকবুল হোসেনও পবার একজন পিস অ্যাম্বাসেডর।

শেখ মকবুল হোসেন জানান, সামাজিক সমস্যা দূর করতে ২০ জন সদস্য নিয়ে প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যরা ওয়ার্ডের ছোটখাট সমস্যাগুলোর সমাধান করে থাকেন। ইতিমধ্যে পেইভ সদস্যদের প্রচেষ্টায় অনেক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়েছে বলে জানান শেখ মকবুল হোসেন। যেমন, পাকুরীয়াতে (৬নং ওয়ার্ড) ৩৭ বছর ধরে চলা একটি মামলা এবং পিল্লাপড়া গ্রামে ১৭ বছর ধরে চলা একটি মামলার নিষ্পত্তি ঘটাতে ভূমিকা রাখে ওয়ার্ড কমিটির সদস্যরা ।

শেখ মকবুল হোসেন যখন পেইভ প্রশিক্ষণ থেকে এলাকায় ফিরে আসেন তখন তিনি শুধু নিজ দলের কথা চিন্তা করেননি। তিনি নিজের বিবেক ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে এলাকার সকল দলের মানুষের সাথে মিলেমিশে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি পেইভ প্রশিক্ষণ থেকে বুঝতে পেরেছেন যে, অহিংস সমাজ গড়ে তোলার জন্য নিজ দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না।

শেখ মকবুল হোসেন স্বপ্ন একটি অহিংস পবা গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যেই তিনি তার কাজকে চলমান রাখতে চান। এই প্রত্যাশা বাস্তবায়নে সকল দল-মতের মানুষের সহযোগিতা চান তিনি।

সংকলনে: কাজী ফাতেমা বর্নালী, প্রোগ্রাম অফিসার, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট।

সফলতার গল্প

প্রতিকূলতা জয় করে মাসুদা এখন আত্মনির্ভরশীল

আসির উদ্দিন ❑ জীবনের নানান প্রতিবন্ধকতাকে মাড়িয়ে মাসুদা এখন আত্মনির্ভরশীল। এজন্য মাসুদাকে পাড়িয়ে দিতে হয়েছে দীর্ঘ সংগ্রাম। তার জন্ম নওগাঁ জেলার পত্নীতলার উপজেলার ঘোসনগর ইউনিয়নের খিরসীন গ্রামে।

প্রেমের ফাঁদে পড়ার কারণে অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে যায় মাসুদার। বিয়ের চারমাস

পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরিবারের সকলের ধারণা মা হতে চলেছেন মাসুদা। সবাই খুশি থাকলেও স্বামী খুশি না। মাসুদার স্বামী বলে তোমার সন্তান পৃথিবীতে আসবে না। কারণ এখন আমি সন্তান নিতে চাই না। কিন্তু মাসুদা জেদ করে বসলেন 'আমি সন্তান নিব'। তখন মাসুদার স্বামীর মাসুদাকে বলেন, 'তুমি আমাকে চাও, না আমার সন্তান চাও'। মাসুদা বলেন, 'আমি সন্তান চাই।' এরপর মাসুদাকে রেখে চলে যায় তার স্বামী। কিছুদিন পর মাসুদা বাবার বাড়িতে চলে আসেন। ২০০২ সালে মাসুদা এক কন্যাশিশুর মা হন। নিদারুণ অর্থ-কষ্টে দিন কাটতে থাকে তার। ২০০৪ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেন মাসুদা। প্রশিক্ষণের পর মাসুদা হয়ে ওঠেন সাহসী ও আত্মপ্রত্যয়ী। স্বল্প বেতনে একটি চাকরিতে যোগদান করেন তিনি। এছাড়া রাজহাঁস, মুরগি ও গাভি পালন করে ধীরে ধীরে স্বচ্ছল হয়ে ওঠেন মাসুদা। তিনি এখন আর অন্যের ওপর নির্ভরশীল নন, বরং আর্থিকভাবে স্বচ্ছল একজন মানুষ।

২০১৪ সালে গণগবেষণা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন মাসুদা। কর্মশালার পর তিনি নিজ গ্রামে 'খিরসীন প্রচেষ্টা গণগবেষণা সমিতি' গঠন করেন। সমিতির ২০ জন সদস্য প্রতি সপ্তাহে ২০ টাকা করে সঞ্চয় করেন। বর্তমানে সমিতির সঞ্চয় প্রায় ৪৫ হাজার ৫০০ টাকা। চাকরির পাশাপাশি মাসুদা সমাজ উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছেন। তিনি বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ, শিশুদের জন্মনিবন্ধন, ঝরে পড়া শিশুদের পুনরায় বিদ্যালয়গামীকরণ, প্রসূতি মায়েদের নিরাপদে সন্তান প্রসব, গর্ভবতী মা ও শিশু পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিতকরণ, শিশুদের পোলিও টিকা খাওয়ানো এবং পারিবারিক বিরোধ মীমাংসা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেন। তিনি প্রতিবছর স্থানীয় ৫০-৬০ জন নারীকে কারিগরি প্রশিক্ষণ (যেমন, সেলাই কাজ, ভ্যানিটি ব্যাগ তৈরি, গাভি পালন, হাঁস-মুরগি পালন) প্রদানের ক্ষেত্রে সহায়তা করেন।

মাসুদা বর্তমানে গণগবেষণা ইউনিয়ন ফোরামের সভাপতি, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি এবং উপজেলা গণগবেষণা ফোরাম-এর দপ্তর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ময়মনসিংহ অঞ্চল

ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনায় অনুষ্ঠিত হলো

'গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যদের সক্ষমতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ'

গ্রামের সচেতন নারী-পুরুষ, জনপ্রতিনিধি এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে কীভাবে গ্রামের ইতিবাচক পরিবর্তন আনা যায় সেই লক্ষ্যেই কাজ করে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহায়তায় গঠিত 'গ্রাম উন্নয়ন দল' (ভিডিটি)। এই গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নেত্রকোনার সিংহের বাংলা ইউনিয়নে সম্পন্ন হয় 'গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যদের সক্ষমতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ'। ২৪-২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে সম্পাদিত দুই দিনব্যাপী অনাবাসিক প্রশিক্ষণটি সিংহের বাংলা ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে ১৩টি গ্রাম উন্নয়ন দলের ৪৩ জন নারী-পুরুষের পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য অংশগ্রহণ করেন। একইভাবে ২৩-২৪ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে ময়মনসিংহ সদর উপজেলার চর নিলক্ষিয়া ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যদের সক্ষমতা উন্নয়ন বিষয়ক আরেকটি প্রশিক্ষণ। এতে নয়টি গ্রাম উন্নয়ন দলের ২৭ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। চর নিলক্ষিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মীর প্রশিক্ষণে স্বাগত বক্তব্য দেন।

এছাড়া ঘোগা ইউনিয়নের ১২টি গ্রাম উন্নয়ন দলের ৩৬ জন, খাগডহর ইউনিয়নের ১৩টি গ্রাম উন্নয়ন দলের ৩৯ জন, কুষ্টিয়া ইউনিয়নের ১২টি গ্রাম উন্নয়ন দলের ৩৬ জন, চল্লিশা ইউনিয়নের ১৩টি গ্রাম উন্নয়ন দলের ৪১ জন, চর ঈশ্বরদিয়া ইউনিয়নের ৯টি গ্রাম উন্নয়ন দলের ২৭ জন সদস্যের অংশগ্রহণে আলাদা আলাদাভাবে অনুষ্ঠিত হয় 'গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যদের সক্ষমতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ'।

প্রশিক্ষণগুলোতে গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্য হিসেবে নিজ নিজ গ্রাম ও এর আশেপাশের এলাকার মানুষের অবস্থা ও অবস্থানের ইতিবাচক দিকসমূহ ও এলাকার কষ্টদায়ক চিত্রগুলো চারটি দলীয় কাজের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়। এসকল কষ্টদায়ক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য ভিডিটি সদস্যদের করণীয়সমূহ চিহ্নিত করা হয়। সভায় নাগরিক ও প্রজার পার্থক্য, মৌলিক অধিকার, নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের পাশাপাশি গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্য হিসেবে ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে মুক্ত ও দলীয় আলোচনা করা হয়। এছাড়া টেকসই উন্নয়নের অভীষ্টসমূহ আলোচনা ও প্রতিটি ভিডিটির আগামী ছয় মাসের কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। প্রশিক্ষণগুলোতে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জয়ন্ত কর, খায়রুল বাশার, এ.এন. এম. নাজমুল হোসাইন, রেজাউল করিম এবং তনুজা কামাল প্রমুখ।

উপজেলা প্রশাসনের স্বেচ্ছাব্রতীদের মতবিনিময়

স্বেচ্ছাব্রতীদের উদ্যোগে পরিলক্ষিত হচ্ছে ইতিবাচক পরিবর্তন

খায়রুল বাশার ❑ টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর উপজেলা সদরে স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে স্থানীয় নাগরিক প্রতিনিধিদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১১ ডিসেম্বর ২০১৮, উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম। সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুল হালিম, উপজেলা ভ্যাটেনারী সার্জন ডা. শরিফ আব্দুল বাছেদ, ভূঞাপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি আসাদুল ইসলাম বাবুল, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার তাহমিনা আক্তার, ফলদা শরিফুন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সন্তোষ কুমার দত্ত এবং সাংবাদিক অভিজিৎ ঘোষ প্রমুখ।

সভায় জানানো হয়, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিচালিত কমিউনিটি ফিলানথ্রোপি কার্যক্রমের মাধ্যমে সৃষ্ট স্বেচ্ছাব্রতীরা দরিদ্র মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করছেন। তারা সরকারি সেবাদানকারী বিভাগের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় প্রতিবন্ধী, বয়স্ক, বিধবা, মাতৃত্ব, ভিজিএফ ও ভিজিডি ভাতাগুলো হতদরিদ্র এবং অসহায় মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছেন। স্বেচ্ছাব্রতীরা ইস্যুভিত্তিক বিভিন্ন প্রচারাভিযান, উঠান বৈঠক ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করছেন। গ্রামবাসীদের স্বেচ্ছাশ্রমে এবং সোশ্যাল লিডারদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন ও উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় সড়ক নির্মাণ ও সংস্কার এবং সাঁকো/ব্রিজ নির্মাণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বন্যার্তদের জন্য খাদ্যসামগ্রী, কাপড়, ওষুধ এবং শীতকালে শীতবস্ত্র সংগ্রহ করে বিতরণ করা হয়েছে। সভায় জানানো হয় যে, স্বেচ্ছাব্রতীদের উদ্যোগে অসহায় নারী-পুরুষদের চিকিৎসার ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীদের জন্য মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার খরচ যোগান দেয়া, আত্মকর্মসংস্থান তৈরি, দরিদ্রদের জন্য ঘর তৈরি এবং সবুজ বনায়নসহ বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সভায় আরও জানানো হয় যে, স্বেচ্ছাব্রতীদের উদ্যোগে কমিউনিটি পর্যায়ে ১১টি সভা, বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে ৬৬টি প্রচারাভিযান, ৩টি রিভিউ অ্যান্ড ফলোআপ সভা, ১টি লার্নিং অ্যান্ড শেয়ারিং সভা, ইউনিয়ন পরিষদের সাথে ৬টি অ্যাডভোকেসি সভা, তিনটি ইউনিয়ন পরিষদে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন এবং সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহীতার মধ্যে ১১টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসা শুরু হয়েছে বলেও সভায় জানানো হয়।